E-Learning module
SEMESTER-VI
PAPER-GEO-G-DSE-B-6-04-TH
POPULATION GEOGRAPHY

POPULATION COMPOSITION OF INDIA

e- module
By
Dr. Sibnath Sarkar
Department of Geography
Rammohan College

URBANIZATION

■ **ভূমিকা (Introduction):**

নগর গঠনের প্রক্রিয়াকে নগরায়ন বলে। The process of Society's transformation from a predominantly rurak to predominantly urban population known as 'Urbanisation'। নগর অর্থাৎ 'Urban' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ 'Orbis' এবং গ্রিক শব্দ 'Gorod' থেকে। নগর 'কথার' সাধারণ অর্থ শহরের বৃদ্ধি তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও ভৌগোলিকগণ প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'নগর' শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নগর বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন—জার্মানিতে Stadt, ফ্রান্সে Cite, সুইডেনে Stader এবং ইংল্যান্ডে Town and City প্রভৃতি। অনেক ভৌগোলিকদের মতে "অকৃষিকাজে ভূমির অপর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হল নগরায়ন।" শহর বা নগরের স্থাপন ও তার বিবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য ভূমির ব্যবহার বিশেষভাবে হয়ে থাকে। এই নগরায়ন আধুনিক জীবনের একটি অন্যতম উদাহরণ। কোনো শহর বা নগরের অবস্থান নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থা ও বিশেষ বিশেষ কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নগরায়নের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। শিল্পাঞ্চল, শিল্পকেন্দ্র, ব্যবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ধর্মীয় স্থান, পর্যটন কেন্দ্র, প্রশাসনিক শহর প্রভৃতি বিষয়গুলি নগরায়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। আবার অন্যদিকে নগরায়নের প্রকৃতি ও আলোচনায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বিস্তৃত উপাদান হল জনসাংখ্যিক উপাদান। কোনো দেশ বা প্রদেশের নাগরিকদের মোট সংখ্যার অনুপাতকে নগরায়নের উপযুক্ত সূচক বলে মনে করা হয়। সর্বোপরি শহর বা নগরের স্থিতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

● **নগরায়নের সংজ্ঞা (Definition of Urbanisation) :**

(i) কোনো দেশ বা অঞ্চলের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির জনসম্বন্ধীয় পদ্ধতিকে নগরায়ন বলে অর্থাৎ একটি অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত শহরে বসবাসকারীদের আনুপাতিক বৃদ্ধি হল নগরায়ন।

(ii) অতীতে যে কোনো পৌরবসতিকেই নগর বলে আখ্যা দেওয়া হত। কারণ তখন পৌর পরিষেবার কর্মধারা ও পৌরবসতির অন্যান্য বৈশিষ্টগুলি তেমন স্পষ্ট হত না। এই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী Louis Wirth এর মতামত—

"A relatively large, dense and Permament settlement of socially heterogeneous individuals is called a city."

(iii) Hardson এর মতে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিন্যাস (Particular Format Administration) থাকে সেই বসতি এলাকাকে নগর বলে।

(iv) ফ্রিচেলের ভাষায় "নগরায়নে গ্রামের বাসস্থান থেকে শহরের রূপে কার্যান্তরনের এক সমন্বিত নিয়ম যার ফলে ...বাসস্থান, পেশা, আর্থিক ব্যবস্থা, অঞ্চল বা জমির উপযোগিতা, সমাজ ও সংস্কৃতি, জীবন ও জীবনযাত্রার স্তর ...অন্যান্য মানব বৈশিষ্ট্যের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।"

(v) American Journal of Sociology-র দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী "The city is a state of mind, a body of customs and tradition."

(vi) Emrys Jones -র মতে, "It is a physical conglomeration of streets and houses, or is it a centre of exchange and commerce? Has it a certain size, or specific density?"

(vii) ডানকন (Doncon)-এর মতে, "নগরায়ন হল জনসংখ্যা বন্টনের ধাঁচের এক পরিবর্তন। এরমধ্যে রয়েছে ...জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পৌর স্থানের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি এবং ওই স্থানে অধিকতর সংখ্যায় মানুষের পরিব্রাজন।

(viii) ভারতীয় জনগণনার ভিত্তিতে, (a) বসতি এলাকার জনসংখ্যা 5000 এর বেশী, (b) জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 400 জনের বেশী, (c) এলাকার মোট কর্মীর 75% এর বেশী অ-কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকবে, (d) বসতি এলাকা কোন পৌর প্রতিষ্ঠান, নিগম, টাউনশিপ, নোটিফায়েড ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরিলিখিত শর্তগুলির ভিত্তিতে ভারতে কোন ...টি নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ix) United Nations Report-এর মতে, "নগরায়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যাতে দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ নগরে বা শহরে বসবাস করে।"

(x) R. B. Mandal এর মতে, 'নগরায়ন হল পৌর এলাকায় জনবৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। যে স্থানে জনবৃদ্ধি ঘটে ...সে স্থান নগরবিমুখ নয়।"

(xi) Majid Husain-এর মতে 'নগরায়ন হল নগর হওয়ার এক প্রক্রিয়া'।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিবেচনা করে বলা যায় যে নগরায়ন হল একটি বিশ্বজনীন ক্রমানুবর্তনশীল ঊর্ধ্বমুখী জটিল ...নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। যা নগরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বৃদ্ধিকে বোঝায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে।

• বিশ্বনগরায়নের স্তর ও পদ্ধতি (Stages and Methods of World Urbanisation) :

একটি দেশ বা অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধির জনসম্বন্ধীয় পদ্ধতিকে নগরায়ন বলে অর্থাৎ নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই হল নগরায়ন।

পৃথিবীর যে কোনো শহরের নগরীতে রূপান্তরের প্রাথমিক অবস্থায় (সূচনাপর্ব) জনসংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে ঘটে। সমগ্র বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে শুরু করে যদিও পৃথিবী জুড়ে সব দেশে একসঙ্গে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়নি তথাপি পদ্ধতিগত দিক থেকে প্রায় একইভাবে নগরায়ন ঘটেছে। 1950 সালের প্রথম দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নগরায়ন প্রক্রিয়া শুরু হলেও ইউরোপে নগরায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে আরও 100 বছর পূর্বে। সুতরাং নগরায়ন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয় যথা—

1. সূচনাস্তর (Inihal Stage) :

এটি নগরায়নের প্রারম্ভিক অবস্থা। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পৌর জনসংখ্যার শতকরা হার কম হয় (20% থেকে কম) এবং এর মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে এবং ধীরে ধীরে পেশাগত বিভিন্নতা শুরু হয়। এক্ষেত্রে নগরায়নের বক্ররেখা মৃদু ঢালযুক্ত হয়।

2. ত্বরনস্তর (Acceleration Stage) :

নগরায়নের দ্বিতীয় স্তর হল ত্বরনস্তর। এই পর্যায়ে পৌর জনসংখ্যার শতকরা হার দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি ছাড়া শিল্প, বানিজ্য, পরিবহন ও অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নতি হয় যে কারণে শহরে ঘন জনসংখ্যার সমাগম লক্ষ্য করা যায় এবং গ্রাম্য জনসংখ্যার পরিব্রাজনের কারণে পৌর জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই পর্যায়ের শেষের দিকে মোট জনসংখ্যার প্রায় 70 শতাংশ মানুষ পৌর জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পর্যায়ে নগরায়নের মাত্রা দীর্ঘ হয় এবং বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্যায়ের প্রসারতা পরিবর্তিত হয় যেমন—আমেরিকা ও ইউরোপে যে হারে নগরায়নের মাত্রার প্রসার ঘটবে সেই তুলনায় বাংলাদেশ ও ভারতে কম মাত্রায় নগরায়নের প্রসার ঘটবে।

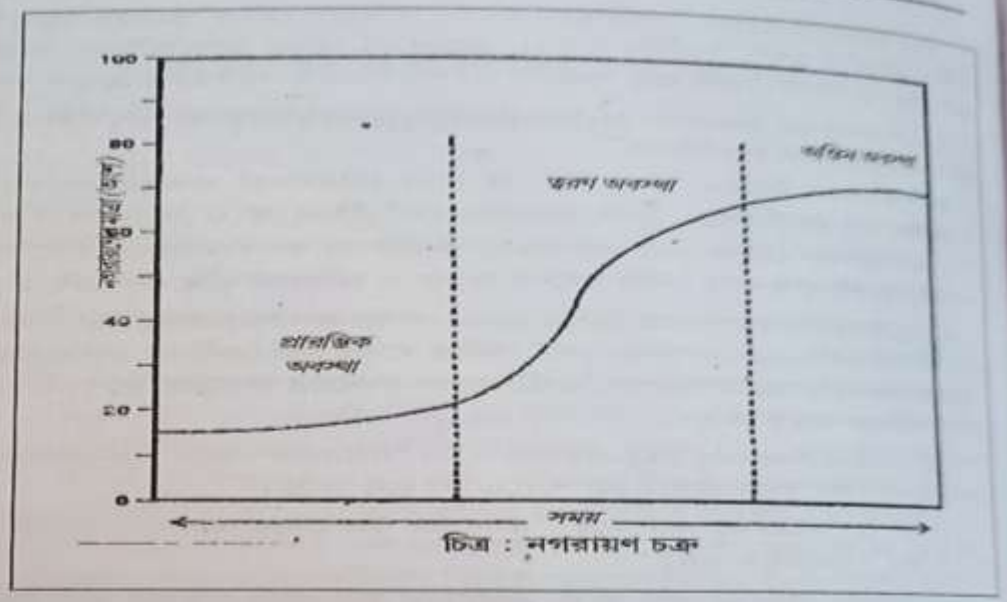

চিত্র : নগরায়ণ চক্র

3. প্রান্তিক স্তর (Terminal Stage) :

দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ত্বরনস্তরের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর এই পর্বের সূচনা হয়। এক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার 70% এর বেশি শহরে বসবাস করবে। এই অবস্থায় নগরায়নের বৃদ্ধির মাত্রা অতি ধীর গতিসম্পন্ন। সাধারণত উন্নত ও শিল্পপ্রধান দেশ যেমন—আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে নগরায়নের অন্তিম পর্যায়ে অবস্থান করছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যখন নগরায়নের মাত্রা 100 শতাংশ উন্নীত হবে। তখন নগরায়ন বিষয়টি স্তব্ধ হয়ে যাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস রাজ্যের নগরায়নের মাত্রা 80 শতাংশ। তাই এই শহরগুলির নগরায়নের হার ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে এর পরবর্তী সময়ে নগরায়নের ফলে পরিবেশগত সমস্যাগুলি তীব্রতর হয়ে নগরায়নের বিলোপ ঘটাবে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করে না।

● বিশ্ব নগরায়নের পদ্ধতি (Method of World urbanisation) :

যে কোনো দেশে নগরায়ন মূলত দুটি পদ্ধতিতে ঘটে থাকে যথা—

ক) অর্থনৈতিক পদ্ধতি (Physical Method)।

খ) প্রাকৃতিক পদ্ধতি (Economic Method)।

(ক) অর্থনৈতিক পদ্ধতি (Economic Method) :

অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির মধ্যে শিল্পায়ন নগরায়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কারণ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর

করে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। যে কোনো দেশ বা নগরের মূল স্তম্ভ শিল্প এলাকার ব্যাপ্তির উপর অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমেদাবাদ ও মুম্বাই-শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস উৎপাদক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কারণে শিল্পাঞ্চলের ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে। ভারী শিল্পের নতুন শাখা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ক্রমান্বয়ে শিল্পাঞ্চলে উপগ্রহ (Satellite) নগরের প্রসার দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে। যার পরিণাম আমেদাবাদ ও মুম্বাইকে কেন্দ্র করে বৃহত্তম নগরের গোড়াপত্তন ঘটেছে। যা ক্রমশ নগরায়নের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয় আমেদাবাদ মুম্বাইকে নির্ভর করে দ্বিতীয় পর্যায়ে একাধিক উপনগরীর গোড়া পত্তন ঘটেছে। সুতরাং শিল্পাঞ্চলের প্রসারই নগরায়নের ধারাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে একথা স্বীকার্য।

(খ) প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা স্বাভাবিক (Physical Method) :

প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলতে এক্ষেত্রে প্রকৃতির নিরিখে মানুষের কার্যপ্রণালীর দ্বারা নগরায়নের বিষয়কে বোঝায়। এক্ষেত্রে নগরায়ন মাত্রাকে ত্বরান্বিত করে একাধিক প্রভাবক। যথা—

(i) প্রব্রিজন (Migration) : নগরায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং বিকাশ নির্ভর করে কি প্রকার মানুষ শহরমুখী হচ্ছে তার উপর। মানুষ সর্বদা বেশি ভোগপিয়াসী। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে স্বাভাবিক কারণে (প্রাকৃতিক উপায়) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরমুখী হয়। এক্ষত্রে প্রব্রজনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল—

(a) জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রসার।
(b) শহরের জীবনযাত্রা মানের সঙ্গে একাগ্র হওয়ার প্রয়াস।
(c) শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি অধিক সুখলাভের অভিপ্রায়।
(d) জীবনযাত্রার মানের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ঘটানো।

(ii) শিল্প উৎপাদন (Manufacturing) :

শহরাঞ্চলের 'Manufacturing' কাজকর্ম পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করে। অর্থাৎ 'Push Factor' এর বশবর্তী হয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায় বেশি কর্মশীল হওয়ার আশায় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ানোর জন্য স্বভাবতই গ্রাম থেকে শহরমুখী প্রব্রজন করে। যা নগরায়নের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং যে সময় শহর বা পৌর এলাকায় শিল্প উৎপাদনের সুযোগ বেশি সেখানে দ্রুতগতিতে নগরায়ন সম্ভব। যেমন—কলকাতা, হাওড়া, মহানগরের নগরায়ন এভাবেই ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে।

(iii) ব্যবসা বাণিজ্য (Trade and Commerce) :

নগরায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ হল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যে সমস্ত অঞ্চলে শিল্পজাত উৎপাদন নেই কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সমস্ত স্থানেও নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে একাধিক পাইকারী খুচরো ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পার্শ্ববর্তী শহরতলী এলাকার মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসার তাগিদে জনঘনত্ব বাড়িয়ে নগরায়নকে প্রসারিত করে। সিঙ্গাপুর এভাবেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গোড়াপত্তন করেছে।

(iv) চাকুরি (Service) :

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বেশির ভাগ দেশগুলিতে বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাবলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালত শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তির আবাসন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসার লাভ করে এবং আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান যেমন—বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, গবেষণাক্ষেত্র ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে যা নগরায়নের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। ভারতে বড় বড় শহর বা নগরের ব্যাপ্তির প্রাথমিক নগরায়ন এইভাবে ঘটেছে।

(v) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) :

যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেই অঞ্চল বা দেশের মানুষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। প্রতিটি দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে চায়। যখন কোন একটি অঞ্চল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চেয়ে বেশিমাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নতি করে তখন অনুন্নত অঞ্চলের জনগণ উন্নত অঞ্চলের দিকে দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটির নগরায়নের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমেরিকার বিভিন্ন শহরে 1800-1850 সালের মধ্যে এই কারণে জনসংখ্যা 184 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরবর্তী 50 বছরে প্রায় 220 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 1800-1850 সালে জনসংখ্যা বেড়েছে 25 শতাংশ এবং 1850-1900 সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র 6 শতাংশ। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রসরতা নগরায়নের মাত্রাকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলে।

(vi) যোগাযোগের সম্প্রসারণ (Spreat of Communication) :

"Urbanization Process and it progress depend on the transport and communication system" অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ বা রাজ্যে পরিবহন, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ যত বেশি মাত্রায় ঘটবে সেই সমস্ত দেশ বা রাজ্যে নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করবে। অধ্যাপক বার্জেস, হোমার হয়েট তাদের তত্ত্বে (Theory) নগরের কাঠামো গঠনে (Morphological Structure) দেখিয়েছেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নগরের পরিব্যাপ্তি ঘটে। আবার অগাস্ট লশ ও ওয়েবার তাদের শিল্পের অবস্থান তত্ত্বে পরিবহনকে সূচক করে দেখিয়েছেন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হল শহরাঞ্চলের যোগসূত্রের প্রধান মাধ্যম। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মানুষ বেশি মাত্রায় শহরমুখী হয়।

যেমন—কলকাতা-অমৃতসর, কলকাতা-মুম্বাই ইত্যাদি পরিবহনের কেন্দ্রস্থলে কলকাতা থাকার কারণে কলকাতায় নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। শুধু তাই নয় কলকাতার উন্নত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণের জন্য সল্টলেক উপনগরী শহর-এর গোড়াপত্তন ঘটেছে।

(vii) সামাজিক কার্যকলাপের ভিত্তি (Social Activities) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, কিন্তু সামাজিক মেলবন্ধন নগর এলাকায় কম। তথাপি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা নগর এলাকায় রয়েছে। শহর বা নগরের কেন্দ্রস্থলে যত বেশি মাত্রায় সামাজিক স্বচ্ছলতা বেশি থাকবে নগরায়নের মাত্রা ততই কেন্দ্রমুখী হবে। এক্ষেত্রে নগর এলাকায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিনোদন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতির সান্নিধ্যে মানুষের বসতি বিস্তার যেমন বাড়ে, তেমনি সামাজিক সুরক্ষাও বাড়ে। তাই নগরায়ন প্রক্রিয়া অনেকাংশে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

● নগরায়নের উৎপত্তি (Growth of Urbanisation) :

সারা পৃথিবী জুড়ে পৌরবসতির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পৌরবসতির সংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। নগর উদ্ভাবনের প্রথম ধাপে মানুষে কৃষিজমির থেকে একটু দূরে মানুষের আবাসস্থল গড়ে তোলা। ঐ আবাসস্থল মানুষের কৃষি ছাড়া অন্যান্য সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয় যেমন—উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণ, দ্রব্যবিনিময়ের জন্য বাজার, খেলাধুলার স্থান, চিত্র বিনোদন প্রভৃতি সবকিছুই আবাসস্থল এলাকায় অবস্থিত থাকত। এবং বিশেষভাবে এই আবাসস্থল এলাকাগুলোই ক্রমে ক্রমে শহরে ও নগরে পরিবর্তিত হয়। নগরায়নের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

1. সমাজবিজ্ঞানী গ্রাস-এর মতে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কলাকৌশল, অধিক সুবিধাজনক পরিবহন, বাণিজ্যের উন্নয়ন। কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শহর ও পশ্চাদভূমি প্রভৃতিকে নগরায়নের ভিত্তি হিসাবে সুদৃঢ় বলে ধরা যেতে পারে।
2. জেন জ্যাকসন-এর মতে—সংগ্রহ ও শিকারের পরেই বাণিজ্য বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে নগরের উৎপত্তি হয়েছে।

3. সর্বাধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হল—'কৃষিকাজের মাধ্যমে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ তথা নগরায়নের উৎপত্তি হয়েছে।'
4. শিল্পবিপ্লবের ফলে কয়লা, লোহা, তামা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের উৎসে কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিক নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের নগরকেন্দ্রগুলি।
5. অনেক ভৌগোলিকদের মতে, নিবিড় কৃষিযুক্ত স্থানগুলিতে প্রযুক্তির সাহায্যে, কৃষিপদ্ধতি, সেচ ব্যবস্থা, [illegible], মৎস্য প্রভৃতি উন্নয়নের ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে।
6. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম থেকে মানুষের পরিব্রাজনের ফলে নগরায়ন শুরু হয়।
7. পৃথিবীর যেসব স্থানে ভূমির সুবিধাজনক অবস্থান, বসবাসের উপযোগী জলবায়ু, উন্নত কৃষি, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যতা, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটেছে সেখানেই নগরায়ন প্রক্রিয়া বিস্তার লাভ করেছে।
8. প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে সংগঠিত সরকারের স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের ফলে নগরায়নের বিকাশ ঘটে। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর কয়েকটি স্থানের নগরায়নের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হল।

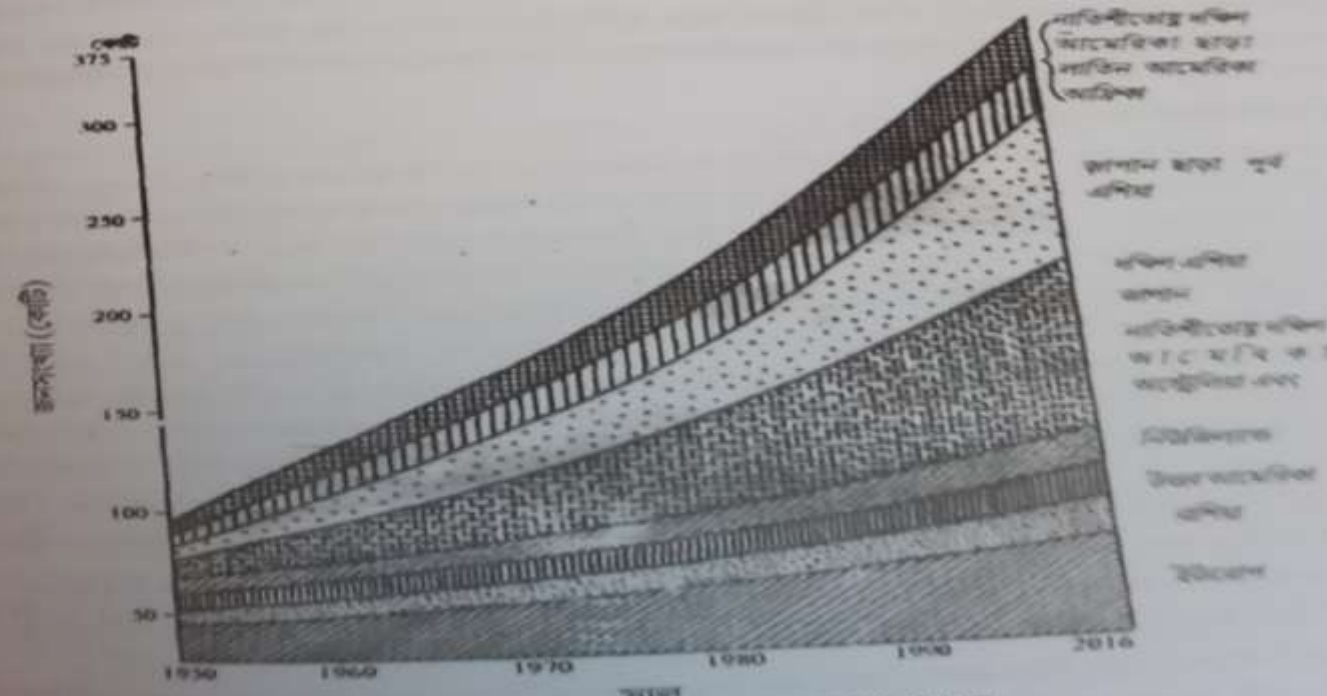

চিত্র : পৃথিবীর নগর জনসংখ্যা (1950-2016)

■ **নগরায়নের বিকাশে প্রাচীন সভ্যতার অবদান (Influence of the old civilization on the development of Urbanisation) :**

সভ্যতার বিকাশের দিক থেকে নীলনদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী বসতি এবং পৌর সভ্যতার সৃষ্টির মূলে উল্লেখিত প্রথম তিনটি স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশের অনুকূলতা নিম্নে আলোচনা করা হল—

1. নীলনদ অববাহিকা (Nile Basin) :

চুনাপাথর ও বেলেপাথর সমৃদ্ধ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে নীলনদ অববাহিকা অবস্থিত। কিছুটা সমতলাকৃতি হলেও নীলনদ উপত্যকা মানুষকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট করেছে বলে মনে করা হয়। বর্তমান কায়রো নগরীর উত্তরে অবস্থিত এই অঞ্চল অসংখ্য জলাভূমিতে বিভক্ত ছিল এবং এই জলাভূমি প্যাপিরাস নামক আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। বার্ষিক বন্যা, উর্বর মৃত্তিকা সেই প্রাচীন দিনে স্থায়ী বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলেছে। প্রথম বসতি কোথায় স্থাপিত হয় তা আজও জানা যায়নি। নীলনদের পশ্চিমে অবস্থিত ফাইউম এর বিস্তৃত তীরে প্রায় 4500 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও কায়ারোর কয়েক মহিল উত্তরে ব-দ্বীপের প্রান্তে অবস্থিত মেরজেহে এই ধরনের নিদর্শন কৃষিভিত্তিক জীবনের সাক্ষ্য বহন করে। বলায় বাহুল্য যে এইসব এলাকায় বসবাসকারীরা পরে সচেষ্টার ব-দ্বীপ অঞ্চলকে বসবাসযোগ্য করে তোলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বন্যার জলসিক্ত অঞ্চলের বাইরেও জনবসতি বিস্তারের প্রবণতা দেখা দেয়। মাটির উর্বরতা ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ফসল উৎপাদনের পরিমান খুব বেশি হওয়ায় প্রতিটি ক্ষুদ্র সেচ অববাহিকার ওপর নির্ভর করে স্থায়ী গ্রাম্য বসতি গড়ে ওঠে এবং উৎবৃত্ত ফসলের উপর নির্ভর করে অধিবাসীগণ শিল্পকাজে নিয়োজিত হয়। এইভাবে গ্রামের নানারকম উৎপাদন সামগ্রী পরস্পরের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে বাজার বসতির সৃষ্টি হয়।

2. সিন্ধু অববাহিকা (Indus Basin) :

উত্তর থেকে দক্ষিণে 1520 কিমি দীর্ঘ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে 1120 কিমি প্রশস্ত সিন্ধু ও তার শাখানদী ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিধৌত বিশাল সমভূমি। বর্তমানে জলবায়ু ও জনবসতির বিচারে প্রায় মরুভূমির সদৃশ হলেও তা একসময় খুব উন্নত ছিল। বেলুচিস্তান ও মাকরান উপকূল থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত মরুভূমির প্রান্ত সংকীর্ণ বালুকাময় উর্বর ভূমি বর্তমানে মানুষের বসবাসের পক্ষে প্রায় অযোগ্য। এই প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় 5000 বছর আগে এই অঞ্চলে তৎকালীন ভারতের প্রথম কৃষিনির্ভর সভ্যতার জন্ম হয় যা মাকরান অঞ্চল থেকে চন্দ্রভাগা-শতদ্রু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেলুচিস্তানের পাহাড় অঞ্চল কিংবা সিন্ধু সমতলে এই সময়ে জলবায়ু বর্তমান সময়ের মতো এতটা চরম-ভাবাপন্ন ছিল না। এটি সহজেই অনুমান করা যায় প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের জলবায়ু অনেক সমভাবাপন্ন এবং বৃষ্টিবহুল থাকার ফলে এইসব এলাকায় প্রাণীর জীবনধারনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। জলবায়ুক্রমে চরমাভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ফলে প্রাণীকুল ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রচুর গাছ বর্তমান ছিল, যা বর্তমান জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধু অঞ্চল একটি উর্বর এলাকা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পূর্বদিকে সরে যাওয়ার ফলে সিন্ধু অঞ্চল ক্রমে ক্রমে একটি উর্বর মরু অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। বিগত কয়েক হাজার বছর যাবৎ ধরে নদীবাহিত পলল জমা হয়ে সিন্ধু উপত্যকার উচ্চতা সেদিনের চেয়ে প্রায় 12 ফুট বেড়েছে এবং তার ফলে প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার বা অনুরূপ অনেক কিছুই পললের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সম্ভবত সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা প্রথমদিকে বহুদূর পর্যন্ত জলসেচ বিভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে সেগুলো যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে হায়দ্রাবাদের প্রায় 104 কিমি

■ **নগরায়নের বিকাশে প্রাচীন সভ্যতার অবদান (Influence of the old civilization on the development of Urbanisation) :**

সভ্যতার বিকাশের দিক থেকে নীলনদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী বসতি এবং পৌর সভ্যতার সৃষ্টির মূলে উল্লেখিত প্রথম তিনটি স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশের অনুকূলতা নিয়ে আলোচনা করা হল—

1. নীলনদ অববাহিকা (Nile Basin) :

চুনাপাথর ও বেলেপাথর সমৃদ্ধ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে নীলনদ অববাহিকা অবস্থিত। কিছুটা সমতলাকৃতি হওয়ায় নীলনদ উপত্যকা মানুষকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট করেছে বলে মনে করা হয়। বর্তমান কায়রো নগরীর উত্তরে অতীতে এই অঞ্চল অসংখ্য জলাভূমিতে বিভক্ত ছিল এবং এই জলাভূমি প্যাপিরাস নামক আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। বার্ষিক বন্যা, উর্বর মৃত্তিকা সেই প্রাচীন দিনে স্থায়ী বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলেছে। প্রথম বসতি কোথায় স্থাপিত হয় তা আজও জানা যায়নি। নীলনদের পশ্চিমে অবস্থিত কাইউম এর বিস্তৃত তীরে প্রায় 4500 খ্রিস্টপূর্বে ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও কায়রোর কয়েক মাইল উত্তরে ব-দ্বীপের প্রান্তে অবস্থিত মেরিমদে এই ধরনের নিদর্শন কৃষিভিত্তিক জীবনের সাক্ষ্য বহন করে। বলায় বাহুল্য যে এইসব এলাকায় বসবাসকারীরা পরে সমগ্র প্রচেষ্টায় ব-দ্বীপ অঞ্চলকে বসবাসযোগ্য করে তোলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বন্যার জলসিক্ত অঞ্চলের বাইরেও জনবসতি বিস্তারের প্রবণতা দেখা দেয়। মাটির উর্বরতা ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ফসল উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায় প্রতিটি ক্ষুদ্র সেচ অববাহিকার ওপর নির্ভর করে স্থায়ী গ্রাম্য বসতি গড়ে ওঠে এবং উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভর করে অধিবাসীগণ শিল্পকাজে নিয়োজিত হয়। এইভাবে গ্রামের নানারকম উৎপাদন সামগ্রী পরস্পরের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে বাজার বসতির সৃষ্টি হয়।

2. সিন্ধু অববাহিকা (Indus Basin) :

উত্তর থেকে দক্ষিণে 1520 কিমি দীর্ঘ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে 1120 কিমি প্রশস্ত সিন্ধু ও তার শাখানদী ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিধৌত বিশাল সমভূমি। বর্তমানে জলবায়ু ও জনবসতির বিচারে প্রায় মরুভূমির সদৃশ হলেও তা একসময় খুব উন্নত ছিল। বেলুচিস্তান ও মাকরান উপকূল থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত মরুভূমির প্রান্ত সংকীর্ণ বালুকাময় উর্বর ভূমি বর্তমানে মানুষের বসবাসের পক্ষে প্রায় অযোগ্য। এই প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় 5000 বছর আগে এই অঞ্চলে তৎকালীন ভারতের প্রথম কৃষিনির্ভর সভ্যতার জন্ম হয় যা মাকরান অঞ্চল থেকে চন্দ্রভাগা-শতদ্রু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেলুচিস্তানের পাহাড় অঞ্চল কিংবা সিন্ধু সমতলে এই সময়ে জলবায়ু বর্তমান সময়ের মতো এতটা চরম-ভাবাপন্ন ছিল না। এটি সহজেই অনুমান করা যায় প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের জলবায়ু অনেক সমভাবাপন্ন এবং বৃষ্টিবহুল থাকার ফলে এইসব এলাকায় প্রাণীর জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। জলবায়ুক্রমে চরমভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ফলে প্রাণীকুল ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রচুর গাছ বর্তমান ছিল, যা বর্তমান জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধু অঞ্চল একটি উর্বর এলাকা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পূর্বদিকে সরে যাওয়ার ফলে সিন্ধু অঞ্চল ক্রমে ক্রমে একটি উর্বর মরু অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। বিগত কয়েক হাজার বছর যাবৎ ধরে নদীবাহিত পলল জমা হয়ে সিন্ধু উপত্যকার উচ্চতা সেদিনের চেয়ে প্রায় 12 ফুট বেড়েছে এবং তার ফলে প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার বা অনুরূপ অনেক কিছুই পললের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সম্ভবত সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা প্রথমদিকে বহুদূর পর্যন্ত জলসেচ বিভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে সবগুলো যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে হায়দ্রাবাদের প্রায় 104 কিমি

উত্তরে সিন্ধুর তীরে প্রথমে পর পর অনেকগুলো স্থায়ী বসতির সৃষ্টি হয়। কঠাডিজি বসতি অঞ্চল এবং তার আশেপাশের এলাকা কয়েকটি বেশ বৃহৎ জনপদে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ঐ স্থানে নতুন সমৃদ্ধতর নগরবসতি গড়ে ওঠে। বস্তুত প্রথম দিকে সাধারণ গ্রাম্য বসতির ওপর পরবর্তীকালে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রামীণ বসতির আকস্মিক অবসান ও নগর সভ্যতার হঠাৎ আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই অঞ্চলে নগর সভ্যতা গ্রামীন সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফল নয়, একটির ওপর অন্যটি আরোপিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সিন্ধু অঞ্চলে জলসেচ এবং কৃষিব্যবস্থাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন স্থানে গ্রামীন স্থায়ী বসতি সৃষ্টি হওয়ার কিছুকাল পরে আকস্মিক ভাবে সেগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এই স্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত নগর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে।

3. টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা (Tigris and Euphrates Basin) :

লবন এবং জিপসাম মিশ্রিত পলল দ্বারা গঠিত পাহাড় শ্রেণীর মাঝখানে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী বেষ্টিত দোয়াব সমভূমি অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী বসতি সূচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দীর্ঘ আগাছায় পরিপূর্ণ একটি বিরাট জলাভূমি ছিল এবং মৃত্তিকা ছিল অত্যন্ত উর্বর। তবে স্থায়ী বা অস্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতির অভাব ছিল। তবু সমগ্র উপত্যকা অঞ্চলটি জুড়ে দুই নদীর শাখাপ্রশাখা সবদিকে এমনভাবে প্রসারিত ছিল যে চারিদিকের পার্বত্যঞ্চল থেকে ওইসব নদী পথে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার সুবিধা ছিল যার ফলে। সমবেত প্রচেষ্টায় অস্থায়ীভাবে গ্রাম্য বসতির বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তীকালে এই ব্যাপক এলাকায় খাল খনন, জলসেচ, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এতে সমবায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খাদ্যনীতি গড়ে ওঠে। ওই যৌথ প্রয়াস চালু থাকায় এবং উদবৃত্ত খাদ্য বর্তমান থাকায় অনতিকালের মধ্যে এই অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রাম্য বসতি ক্রমে শহর বসতিতে রূপান্তরিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে নগরায়ন প্রক্রিয়া উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে।

■ নগরায়নের বিকাশ সম্পর্কিত ধারনা (Concept of Growth of Urbanisation) :

(1) গঠনমূলক ধারনা :

ল্যাম্পর্ড এর মতে,

(i) সম্ভাব্য জনগোষ্ঠীর সংগঠনগুলোতে নগরায়নের দেখা যায়।

(ii) পারিপার্শ্বিকতা, কারিগরি ও সামাজিক সংগঠন নগরায়নকে তরান্বিত করে।

নগর ভূগোলবিদ 'চিলড' এর মতে—

(i) নগরায়নের উন্নয়ন ঘটে অর্থনৈতিক কাজের ফলে, যা নতুন বসতি স্থাপনে বিশেষত্ব রাখে।

(ii) প্রশাসক শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন বিষয়ের নথি সংরক্ষণ, শিল্পকলার উন্নয়ন ও বানিজ্যের বৃদ্ধি এবং কার্যাদির স্থানীয়করণ সবই নগরায়নের ক্রমবিকাশের অংশ।

(iii) কারিগরি উন্নয়ন অর্থনৈতিক বিশেষত্বকরণের অগ্রগতি নগরায়নের ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

(2) সাধারণ ধারনা :

(i) মোট জনসংখ্যার আকৃতি নগরের সদস্যদের মধ্যে একটি সম্পর্কের সৃষ্টি করে। এই পার্থক্যমূলক অগ্রগতির ফলে নগরায়নের বিকাশ ঘটে।

(ii) নগরায়নে বসতির ক্রমোন্নতি প্রথম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এরূপ শহর রূপ লাভ করে নগর রূপ দেয় নগরায়নের।

(iii) রাজতন্ত্রের বন্ধনীর ফলে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে একত্রে বসবাস করার প্রবণতা থেকে নগরায়নের বিকাশ ঘটে থাকে।

● **নগরায়ন ইতিহাসের ক্রমধারা**

(1) আদিম নগরায়ন (Primitive Urbanisation) :

(i) সাধারণ খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে আদিম নগরায়ন গড়ে ওঠে।

(ii) সর্বপ্রথম 4000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ভূমিচাষ, শিকার, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে এশিয়ার উর্বর মাটি অঞ্চলে, হোয়াংহো উপত্যকা অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট নগরায়ন গড়ে ওঠে।

(2) চূড়ান্ত নগরায়ন (Optimum Urbanisation) :

পৃথিবীর চূড়ান্ত নগরায়নগুলো প্রাকৃতিক জীবিকার ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিল ফলে।

(i) স্মারক প্রাসাদগুলো পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গতিধারার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে চূড়ান্ত নগরায়ন সৃষ্টি করে।

(ii) আদিম সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা নগরায়নের ঐতিহাসিক ভাবধারাকে সহায়তা করে।

(iii) নগরায়নের সর্বাধিক বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় জনসংখ্যার কেন্দ্রবদ্ধ প্রয়োগের মাধ্যমে।

(iv) সময় ও স্থান চূড়ান্ত নগরায়নকে প্রভাবিত করে।

■ **বিশ্ব নগরায়নের প্রবণতা (World Urbanisation Trends) :**

নগরায়ন হল পৌর এলাকায় জনবৃদ্ধির এক প্রক্রিয়া। নগরায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যাতে দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ নগরে বা শহরে বসবাস করে। বর্তমান যুগে শহর বা নগরায়নের বিকাশ বিভিন্ন কার্যাবলির কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ নগরায়ন হল নগর হওয়ার এক প্রক্রিয়া। 2018 সালে পৃথিবীতে 54.9% মানুষ নগরে বাস করে যার পরিমান হল 4186975665 জন। পৃথিবীতে পৌর জনসংখ্যা সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। 1800 খ্রিষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে এমন একটা শহর ছিল না যেখানে 10 লক্ষ লোক বসবাস করে। এই খ্রিস্টাব্দের নাগাদ লন্ডন ও প্যারিস শহর 10 লক্ষ লোকের শহরে বা মিলিয়ন নগরীতে পরিণত হয়েছিল। 1911 সালে মিলিয়ন নগরীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 20টি ও 1940 সালে 51টি এবং 1990 সালে বেড়ে দাঁড়ায় 200টি। 1950 সালে তৃতীয় বিশ্বের নগরগুলিতে মোট জনসংখ্যার 10% লোক বসবাস করত যেখানে উন্নত বিশ্বে 50% লোকই বসবাস করত নগরে। সেই সময়ে উন্নত বিশ্বের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম লোক বসবাস করত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে নগর জনসংখ্যা ছিল 43.8 কোটি সেখানে অনুন্নত বিশ্বে ছিল 26.5 কোটি। 1980 খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে পৌর জনসংখ্যার অনুপাত ছিল 40%। এই হার উন্নত বিশ্বে ছিল 71% এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে 29.0%।

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক নগরায়নের কারণ হল—

(1) বিজ্ঞানের উন্নতি কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সংযুক্তি ঘটায়। (2) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পায় কিন্তু কৃষিজমির আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। (3) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায় ও (4) গ্রামের বাস্তুহারা মানুষ রোজগারের আশায় শহরে চলে আসে। এইভাবে একই সঙ্গে শিল্পবিপ্লব ও বাস্তুহারাদের আগমন শহরে ঘটে। নগরায়নের উন্নতির প্রধান কারণ হল ইউরোপের গ্রামীন বাস্তুচ্যুত মানুষেরা শহরে এসে ভিড়

জমিয়েছিল ফলে সিডনি, নিউইয়র্ক, মেলবোর্ন, কেপটাউন এছাড়াও লন্ডন, আমস্টারডম, হামবুর্গ প্রভৃতি শহরগুলিতে নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই নগরায়নকে ত্বরান্বিত করেছিল যেসব কারণে সেগুলি হল—(1) বাষ্পচালিত উন্নত ও কয়লা ব্যবহারের দারুন শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। (2) শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল ও শ্রমিকের নিরবচ্ছিন্ন জোগান, (3) আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং (4) নতুন নতুন বাণিজ্য-যানের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার। সেই সঙ্গে নগরায়ন হল একটি পদ্ধতি যা জনসংখ্যা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি গত এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের উন্নতি ঘটানো হয় (Mishra 1978)।

বিশ্ব নগরায়নের গতিপ্রকৃতি (1800-2050 খ্রিস্টাব্দ)

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)	পৌর জনসংখ্যা (%)
1800	90.56	2.4
1900	161	9.2
1950	251	20.9
1960	302	33.6
1970	368	36.5
1980	445	39.2
1990	529	42.9
2000	601	46.5
2010	690.87	51.3
2018	762.40	54.9
2030	855.11 (অনুমানিক)	59.2
2050	977.18 (অনুমানিক)	64.9

Source : Worldometers UN Depertment of Economic and Social affairs.

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ফলেই নগরায়নের যুগান্তকারী পরিবর্তন শুরু হয়। যার ফলে নতুন নতুন শহর তৈরি হয় ও তীব্রতার সঙ্গে শহরাঞ্চল ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1800 খ্রিস্টাব্দে মোট জনসংখ্যার পরিমান ছিল 90.56 কোটি তার মাত্র 2.4% পৌর জনসংখ্যা ছিল। 1900 খ্রিস্টাব্দে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় 9.2 শতাংশে। 1950 খ্রিস্টাব্দে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 20.9%। 1960 খ্রিস্টাব্দে নগরায়নের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। এই সময় মোট জনসংখ্যার মধ্যে পৌর জনসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে 33.6% হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক নগরায়ন মূলত অর্থনৈতিক (প্রযুক্তিগত) উন্নতির পরিণাম। 1980 সালে পৌর জনসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় 39.2%। পরবর্তী দশ বছরে অর্থাৎ 1990 সালে পৌর জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে 42.9% এ দাঁড়ায়। 2000 সালে মোট জনসংখ্যা 46.5% হল পৌর জনসংখ্যা। 2018 সালে দ্রুত নগরায়নের ফলে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 54.9% এ দাঁড়ায় এই হারে যদি শিল্পায়ন নগরায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি হয় তাহলে আগামী দিনে 2030 ও 2050 সালে পৃথিবীতে পৌর জনসংখ্যা দাঁড়াবে 59.2% এবং 64.9%।

SOURCES:

- HUMAN GEOGRAPHY

BY

RAY,MONDAL AND MAITY